بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

বদরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ঈমান উদ্দীপক স্মৃতিচারণ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ২ জুন, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

বদরী সাহাবীদের জীবনের বিভিন্ন দিক, তাঁদের পরিচয় ও তাঁদের কুরবানী সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে খুতবায় বর্ণনা করা হয়েছে যার প্রেক্ষিতে অনেকে এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন যে, মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত যদি বর্ণনা না করা হয় তাহলে অপূর্ণতা থেকে যায় কেননা মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন মহানবী (সা.)-এর সত্তা যাঁর চতুষ্পার্শ্বে সাহাবীরা প্রদক্ষিণ করতেন। যাঁর সাহচর্যে থেকে সাহাবীরা কুরবানী করার অতুলনীয় গুণ অর্জন করেছিলেন। তাঁরা আনুগত্যের নতুন শৈলী শিখেছিলেন এবং তাওহীদ প্রচারের মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এর বাস্তব উদাহরণ হয়ে উঠেছিলেন, যা মহানবী (সা.)-এর পবিত্রকরণ ক্ষমতা এবং আল্লাহ্র বিশেষ ভালোবাসার প্রমাণ। তাই তাঁর (সা.) এর জীবনীর উপর আলোকপাতও গুরুত্বপূর্ণ।

হুযূর আনোয়ার বলেন, মহানবী (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে ইতিপূর্বেও বিভিন্ন খুতবায় আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু তাঁর (সা.) জীবনের প্রতিটি দিক এত বিস্তৃত যে, তা একাধিক খুতবাতেও বর্ণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়। তাঁর চরিত্রের এক একটি দিক ধারাবাহিক খুতবার মাধ্যমেও আবৃত করা যায় না। এই জীবনী, ইনশাআল্লাহ্, সময়ে সময়ে বর্ণিত হতে থাকবে, বরং প্রতিটি খুতবা ও ভাষণে কোনো না কোনো দিক কোনো না কোনো রঙে বর্ণিত হয়েই থাকে, কেননা এটাই আমাদের জীবনের অক্ষ এবং এটি ছাড়া আমাদের দ্বীন, আমাদের ঈমান পরিপূর্ণ হতে পারে না এবং আল্লাহ্র প্রেরিত শরীয়ত অনুসরণ করা যায় না। যাইহোক, এখন আমি বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী পেশ করব এবং পরবর্তী কয়েকটি খুতবায় এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।

মহানবী (সা.) এর জীবনাদর্শের আলোকেই সাহাবীরা নিঃস্বার্থ কুরবানী করার অনুপ্রেরণা লাভ

করেন এবং শহীদ, গাজী ও আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়ভাজন হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। তাই এ যুদ্ধের ব্যাপারে মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্র বর্ণনা করা আবশ্যক। যুদ্ধের ঘটনার আগে যুদ্ধের কারণগুলিও বর্ণনা করা প্রয়োজন। তাই প্রথমে আমি কিছু পটভূমি ব্যাখ্যা করব। এই পটভূমিতেও মহানবী (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক ও তাঁর আনা সুন্দর শিক্ষার প্রকাশ ঘটেছে।

বদরের যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম এ (রা.) তাঁর সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে লেখেন, "মহানবী (সা.) এর মক্কী জীবনে কুরাইশগণ মুসলমানদের ওপর যে অত্যাচার-নিপীড়ন করেছে এবং ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য যেসব ষড়যন্ত্র করেছে তা যে কোনো যুগে ও অবস্থায় দুই জাতির মাঝে যুদ্ধের সূচনার জন্য যথেষ্ট। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মুসলমানরা যখন আবিসিনিয়ায় হিজরত করে তখন তারা সেখানেও পৌঁছে যায় এবং নাজ্জাশীর দরবারে গিয়ে মুসলমানদেরকে ফেরত আনার চেষ্টা করে। মহানবী (সা.)-কে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেয় এবং তায়েফে কুরাইশদের সমগোত্রীয়রা এক খোদার নাম নেয়ার কারণে তাঁর (সা.) প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে তাঁকে রক্তাক্ত করে। অবশেষে তারা নিজেদের জাতীয় পরামর্শ কেন্দ্র (দ্বারুন্ নাদওয়ায়) মহানবী (সা.)-কে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারা রাতের আঁধারে মহানবী (সা.)-এর বাড়িতে আক্রমণ করে, কিন্তু খোদা তা'লা তাঁকে রক্ষা করেন এবং তিনি (সা.) শত্রুদের চোখে ধুলো দিয়ে সওর গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। কুরাইশদের এহেন অত্যাচার-নিপীড়ন এবং খুনী চক্রান্তই ছিল যুদ্ধের ঘোষণার নামান্তর এবং কোনো জাতি যদি আত্মহত্যা করতে না চায় তাহলে এমন পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করা তাদের জন্য আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। মুসলমানদের জায়গায় যদি অন্য কোনো জাতি হতো তবে তারা নিশ্চিতভাবে অনেক পূর্বেই কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তো। কিন্তু মুসলমানদেরকে তাদের নেতা ও প্রভু মহানবী (সা.) এর পক্ষ থেকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয় নি।

মক্কায় কুরাইশদের অত্যাচার যখন বেড়ে যায় তখন কতিপয় সাহাবী মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে কুরাইশদের মোকাবিলা করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তখন তিনি (সা.) বলেন, 'আমাকে এখনও পর্যন্ত ক্ষমার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'

এভাবে অত্যাচারের মাত্রা যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং মুসলমানদেরকে মক্কা থেকে বিতাড়িত হতে হয়, তখন আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে একটি প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করেন। অতএব, মহানবী (সা.)-এর হিজরত মূলত কাফিরদের আলটিমেটাম গ্রহণ করার নামান্তর ছিল। এতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণার একটি গোপন ইশারা ছিল, যা কাফের ও মুসলমান উভয়েই বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, অত্যাচারী কুরাইশরা এই গোপন ইঙ্গিত বুঝতে পারেনি, অন্যথায় যদি কাফেররা এখনও ধর্মের ব্যাপারে জবরদস্তি বন্ধ করে মুসলমানদের শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে দিত, তাহলে তাদেরকে ক্ষমা করা হত। কিন্তু ভাগ্যের লেখনী পূরণ হওয়ারই ছিল। এবং মহানবী (সা.)-এর হিজরত আগুনে ইন্ধন যোগ করেছিল। মহানবী (সা.) এর হিজরতের পর কাফেররা সর্বপ্রথম যে কাজটি করেছিল তা হল তাঁকে অনুসরণ করে সাওর গুহার মুখে এসে পৌঁছানো। এ উপলক্ষ্যে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে বিশেষ সমর্থন প্রদান করেন এবং কুরাইশদের চোখে পর্দা আবৃত করে দেন। কুরাইশরা এতেই থেমে থাকেনি বরং যে ব্যক্তি তাঁকে বন্দী করবে তার জন্য একশত উট পুরস্কার ঘোষণা করে। ফলত অসংখ্য যুবক মহানবী (সা.)-এর সন্ধানে বের হয়। এই কৌশলেও কুরাইশদেরকে ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

একইভাবে মহানবী (সা.) যখন মদীনায় হিজরত করেন, তখন মক্কার কুরাইশরা মদীনার শাসক আবদুল্লাহ ইবনে আবি ইবনে সালুল ও তার সঙ্গীদের কাছে হুমকিমূলক চিঠি লিখে বলে যে, তুমি আমাদের

সাথীকে আশ্রয় দিয়েছ। আমরা আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, হয় তুমি তার সাথে যুদ্ধ কর অথবা তাকে নির্বাসিত কর। অন্যথায় আমরা সবাই একত্রিত হয়ে তোমাদের আক্রমণ করব এবং তোমাদের যোদ্ধাদের হত্যা করব এবং তোমাদের নারীদের বন্দী করব। এই চিঠি আবদুল্লাহ্ ইবনে আবি ও তার মূর্তিপূজক সঙ্গীদের কাছে পৌঁছলে তারা মহানবী (সা.) এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য একত্রিত হয়। এ সংবাদ পেয়ে তিনি (সা.) তাদের সাথে দেখা করে তাদের বুঝিয়ে বললেন এবং তাদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখলেন।

একইভাবে, মক্কার কুরাইশরা পরিকল্পিতভাবে অন্যান্য আরব গোত্রকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কে দিয়েছিল এবং তাদেরকে যুদ্ধে প্ররোচিত করেছিল। ফলে সমস্ত আরব মদীনাবাসীর শত্রু হয়ে গেল এবং মদীনার চারদিকে যেন আগুনই আগুন জ্বলতে লাগল।

ওদিকে মদীনার মধ্যেই এমন একটি অবস্থা ছিল যে আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে এখনও একটা কট্টর শ্রেণী ছিল যারা শিরকের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং যদিও তারা দৃশ্যত তাদের ভাই ও বোনদের সাথে ছিল, এই পরিস্থিতিতে একজন মুশরিককে কীভাবে বিশ্বাস করা যেতে পারে। তারপর দ্বিতীয় স্থানে ছিল ইসলামের শত্রু মুনাফিকরা। তৃতীয় স্থানে ছিল ইহুদিরা যাদের সাথে চুক্তি করা হয়েছিল, কিন্তু এই ইহুদিদের কাছে চুক্তির কার্যত কোন মূল্য ছিল না। কাজেই সে সময় মদীনার অভ্যন্তরের পরিবেশ মুসলমানদের বিরুদ্ধে বারুদের গুপ্ত স্তুপ থেকে কম ছিল না এবং আরব গোত্রের সামান্য স্ফূলিঙ্গই মদীনার মুসলমানদের উড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। এর চেয়ে কঠিন সময় ইসলামের উপর আসেনি। তাই এমন সময়ে মহানবী (সা.)-এর প্রতি আল্লাহ্‌র ওহী নাযিল হয় এবং তরবারির জেহাদের নির্দেশনা আসে। তরবারির জেহাদ সম্পর্কে প্রথম আয়াত নাযিল হয় ১২ সফর ২ হিজরীতে। তখন মহানবী (স.) মদিনায় আগমনের প্রায় এক বছর অতিবাহিত হয়েছে। হুযুর আনোয়ার বলেন, এটি হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের গবেষণা। কারো কারো মতে, এই আয়াতটি হিজরতের পর অবতীর্ণ হয়। কারণ হিজরতের পরপরই মহানবী (সা.) মক্কা থেকে কিছু কাফের দলকে নিবৃত্ত করার জন্য সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন।

এগুলি হল সূরা হজের দুটি আয়াত যেখানে প্রথমবার জেহাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকেও (প্রতিরক্ষামূলক) যুদ্ধ করার অনুমতি এই কারণে দেওয়া হয়েছে কারণ তাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। অর্থাৎ, যাদেরকে অন্যায়ভাবে তাদের ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল শুধুমাত্র এই কারণে যে তারা বলত যে আল্লাহ্ আমাদের রব। যদি কিছু লোককে অন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রক্ষা না করা হত, সেক্ষেত্রে মঠ, গীর্জা, ইহুদি মন্দির ও মসজিদ যেখানে প্রচুর পরিমাণে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হয় সেগুলি ধ্বংস হয়ে যেত। হুযুর আনোয়ার বলেন, এখানে প্রত্যেক ধর্মের উপাসনালয়ের নাম নিয়ে সেগুলি রক্ষার কথা বলা হয়েছে।

জেহাদ ফরজ হওয়ার পর, কাফিরদের অনিষ্ট থেকে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য মহানবী (সা.) প্রাথমিকভাবে চারটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমত, তিনি (সা.) নিজেই সফর করে মদীনার আশেপাশের জাতিগুলির সাথে চুক্তি করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি (সা.) মদীনার আশেপাশে ছোট ছোট গোয়েন্দা দল পাঠাতে লাগলেন। তৃতীয়ত, এই দলগুলোর মাধ্যমে দুর্বল মুসলমানরা মদীনায় এসে মুসলমানদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়। চতুর্থত, মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে সিরিয়া অভিমুখে যাওয়ার পথে মদীনার পাশ দিয়ে যাওয়া কাফেরদের বাণিজ্য কাফেলাকে অবরোধ করতে শুরু করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, এই বর্ণনার ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) সম্প্রতি প্রয়াত চারজনের স্মৃতিচারণ করেন ও তাদের জানাযা নামায আদায়ের ঘোষণা দেন। তাঁরা

হলেন,

১. যুক্তরাজ্যের মুকাররম খাজা মুনিরুদ্দিন কামার সাহেব। ২. মুকাররম ডক্টর মির্জা মুবাশ্বের আহমদ সাহেব, তিনি ছিলেন হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর পোতা, মুকাররম ডক্টর মির্যা মানওয়ার আহমদ সাহেবের পুত্র এবং প্রয়াত নবাব মোবারকা বেগম সাহেবার নাতি। সম্প্রতি তিনি ৭৯ বছর বয়সে মারা যান। (ইন্নালিল্লাহি....রাজেউন)। তিনি একজন ওয়াকফে যিন্দেগী ছিলেন এবং প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে ফযলে উমর হাসপাতাল রাবওয়াতে সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন দরিদ্র-প্রেমী, খিলাফতের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, দয়ার গুণে গুণান্বিত, যিনি বৈষম্য ছাড়াই সকলের সাথে নিঃস্বার্থ আচরণ করতেন, জামা'তীয় ব্যবস্থাপনার আনুগত্যকারী ছিলেন। উত্তম প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন। ৩. মুকাররমা আমাতুল বাসেত সাহেবা স্বামী সৈয়্যদ মাহমুদ আহমেদ সাহেব, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান। এবং ৪. আধওয়ালি জেলা ফয়সালাবাদ নিবাসী মুকাররম শরীফ আহমেদ বন্দিশা সাহেব।

হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁদের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করেন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'উযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

বিশেষ ঘোষণা: *নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে নব প্রকাশিত বাংলা পুস্তকগুলি হল- হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর রুহানী খাযায়েন এর অন্তর্গত ১. তোহফায়ে বাগদাদ (বাগদাদবাসীদের জন্য উপহার) এবং ২. নূরুল কুরআন (আল্ কুরআনের জ্যোতি)। পুস্তকগুলি সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা ইনচার্যদের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সম্পূর্ণ তালিকার জন্য ক্যাটলগ দ্রষ্টব্য। -ধন্যবাদ*

Bengali Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar(at) 2 June 2023 *Distributed by* Ahmadiyya Muslim Mission ....................*P.O*........................ *Distt*........................*Pin*.........*W.B*	**To,** _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in